বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY
৪র্থ সমাবর্তন-২০১৫ 4th Convocation-2015

২২ এপ্রিল ২০১৫

৪র্থ সমাবর্তন ২০১৫
4th Convocation 2015

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৯ বৈশাখ ১৪২২
২২ এপ্রিল ২০১৫

বাণী

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সমাবর্তন উপলক্ষে আমি সকল স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী, তাদের অভিভাবক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঐতিহ্যবাহী ও তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন ডিগ্রীপ্রাপ্তদের একাডেমিক অর্জনকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয় তেমনি অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ও তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ণ করতে পারে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমি জানতে পেরেছি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠার পর এ প্রতিষ্ঠানটি প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে 'উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ' পদ্ধতিতে দেশের সকল বয়সের মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। নানা আর্থ-সামাজিক কারণে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীরা আজ এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। আমি জেনেছি বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসসি থেকে পিএইচ.ডি পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। ব্যতিক্রমী এ বিশ্ববিদ্যালয়টি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন বয়স ও পেশার মানুষকে শিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রত্যাশা ছিল দেশের শতভাগ নাগরিককে শিক্ষিত করে একটি জ্ঞান-নির্ভর আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তোলা। সে প্রত্যাশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সকল সুযোগ কাজে লাগিয়ে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আরও এগিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে মেধা, মনন ও সৃজনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। আমি বিশ্বাস করি একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহুমুখী পন্থায় শিক্ষা গ্রহণ করে গ্রাজুয়েটরা তাদের মেধা, দক্ষতা, দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে দেশ গড়ার প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে বিপুল অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমি তাদের অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতির প্রত্যাশা পূরণে সর্বদাই সচেষ্ট থাকবে এবং ভবিষ্যতে এ বিশ্ববিদ্যালয় একটি ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে, এ প্রত্যাশা করি।

আমি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন দেশব্যাপী বিস্তৃত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো ব্যবহার করে এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের দ্বারা প্রতি মাসে ০২টি ছুটির দিনে ক্লাস পরিচালনার মাধ্যমে এসএসসি থেকে পিএইচ.ডি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যতম একটি বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, আর্থিক দৈন্য ও আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতার কারণে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৬ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন পর্যায়ে পড়াশুনা করছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে বর্তমান ৬ লক্ষ থেকে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০ লক্ষে উন্নীত করতে সক্ষম হবে।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি। সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে ব্যতিক্রমধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটি জাতিকে সুশিক্ষিত করে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমার রয়েছে।

আমি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি

উপাচার্য
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সমাবর্তন উপলক্ষে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয় জাতির প্রয়োজনে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পাঠদান করে আসছে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, কর্মজীবী শিক্ষার্থী, নারী, গৃহবধূ, যোগাযোগ বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের কাছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এরই মধ্যে পুরো বাংলাদেশে শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তুলেছে অনেক মানুষের জীবন।

সময়ের পরিক্রমায় ১৯৯২ থেকে ২০১৫ মাত্র ২৪ বছর। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০৬টি স্কুলের অধীনে লাখ লাখ শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এসএসসি থেকে মাস্টার্স, সাধারণ শিক্ষা থেকে কারিগরি শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা থেকে বাণিজ্য শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা তথা জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় এ বিশ্ববিদ্যালয় পাঠদান করে চলেছে। আজ এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটগণ তাঁদের কঠিন সাধনার ফল হিসেবে সনদ গ্রহণ করে নিজেদের গৌরবান্বিত করে তুলেছেন।

সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উৎসব। শিক্ষা যুদ্ধে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এখানে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। জ্ঞান ও প্রজ্ঞাদীপ্ত মানুষের এ মিলন মেলায় গ্রাজুয়েটদের পরবর্তী জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপলব্ধির বিস্তার ঘটে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এসে শিক্ষার্থীরা জীবনে নতুন প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আমার বিশ্বাস, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ কর্মক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতার মাধ্যমে জাতির সেবায় নিবেদিত হবেন।

এ বিশ্ববিদ্যালয় আজ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষণের আধুনিকতম অধ্যায় ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল দেশের ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে সকল নাগরিককে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে দেশকে একটি উন্নত ও সভ্য জাতি হিসেবে গড়ে তোলা। তারই সুযোগ্য কন্যা 'ইতিহাস-কন্যা' হিসেবে যিনি সুখ্যাত, জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ও রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির সকল সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬ লক্ষাধিক থেকে ১০ লক্ষে উন্নীত করাসহ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত ও অগণিত মা-বোনের আত্মত্যাগ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের বীরোচিত সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে আমাদের আজকের প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র ও নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সবাই জেনে খুশি হবেন যে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে ধারণ ও উজ্জীবিত রাখার লক্ষ্যে একটি মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সংগে মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের সন্তান ও নাতি-নাতনীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পঠন-পাঠন ও অনুশীলনের জন্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের টিউটর হিসেবে নিয়োগ প্রদানের এক যুগান্তকারী কর্মসূচী গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক প্রোগ্রামের দেশব্যাপী ১৬শত স্টাডি সেন্টারের ২৪ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব আন্তর্জাতিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হচ্ছে যা শীঘ্রই চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের একটি অন্যতম উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠাই হোক আজকের এ সমাবর্তনের দৃঢ় প্রত্যয় ও অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ড. এম এ মান্নান

প্রো-উপাচার্য
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

৪র্থ সমাবর্তনে উপস্থিত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একইসঙ্গে বাউবি পরিবারের সকল সদস্য এবং সমাবর্তনে আমন্ত্রিত সম্মানিত সুধিগণকে আন্তরিক অভিনন্দন ও স্বাগত জানাচ্ছি।

সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর জীবনে একটি আনন্দঘন স্মরণীয় দিন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দেশপ্রেমের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, জ্ঞান এবং মণীষা বিকশিত হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আজ যারা সনদ গ্রহণ করছেন তাঁরা জাতি গঠনে ও উন্নয়নে তাদের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য সচেতনতা সম্পর্কে চিন্তা ও উপলব্ধির বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হবেন বলে আমি আশা করি।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষার যুদ্ধে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। জ্ঞান ও প্রজ্ঞাদীপ্ত মানুষের এ মিলন মেলায় গ্রাজুয়েটদের পরবর্তী জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপলব্ধির বিস্তার ঘটে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এসে শিক্ষার্থীরা জীবনের নতুন প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আমার বিশ্বাস এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ কর্মক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতার মাধ্যমে জাতির সেবায় নিবেদিত হবেন।

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ মানবতাবাদী ও প্রগতিমুখী হয়ে ওঠে। কাজে, কর্মে, চিন্তা, চেতনায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তখন এই আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়।

আমি আশা করি আমাদের গ্রাজুয়েটগণ দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন এবং মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে দেশের মানুষের কল্যাণে ব্রতী হবেন। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদদের আত্মত্যাগ, লক্ষাধিক মা-বোনের সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা সমুন্নত করার লক্ষ্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে হবে। সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য "স্বাধীনতা চিরন্তন" ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ স্বাধীনতার চেতনাকে চির জাগরুক রাখার প্রয়াসে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিশাল জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইসিটি ভিত্তিক আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণের এক মহা-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আরাধ্য প্রত্যাশা এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিশন-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে, সমাবর্তন সফল করার জন্য সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঃ পটভূমি ও প্রত্যয়

সকল পর্যায়ের শিক্ষায় জনগণের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত ও ত্বরান্বিত করে দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের ২০শে অক্টোবর জাতীয় সংসদে গৃহীত আইনের অধীনে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)-এর যাত্রা শুরু হয়। গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজার এলাকায় ৩৫ একর জায়গার উপর বাউবির সদর দপ্তর অবস্থিত। এখানে একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের মূল অফিসসমূহ রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং ৮০টি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন, পাঠসামগ্রী বিতরণসহ শিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ড মূল ক্যাম্পাস হতে সমন্বয় ও তদারক করা হয়ে থাকে। মূলত: বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত স্টাডি সেন্টারসমূহের সম্মানিত শিক্ষকগণ বিভিন্ন প্রোগ্রামের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের টিউটোরিয়াল ক্লাস পরিচালনা করে থাকেন। বর্তমানে দেশ জুড়ে ১৬০০ টির বেশি স্টাডি সেন্টারে ২৪ হাজারের অধিক টিউটরের একাডেমিক পরামর্শ ও সহায়তায় ছয় লক্ষেরও অধিক শিক্ষার্থী পাঠ সম্পর্কিত মূল্যবান পরামর্শ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করছেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমূখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষাকে গণমুখীকরণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট শিক্ষার সুযোগ পৌছে দেয়া এবং সাধারণভাবে জনগণের শিক্ষার মান উন্নীত করে দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা।

সকল পর্যায়ের শিক্ষায় জনগণের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করার জন্যে বাউবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীর সময় ও বয়স কোনো বাধা নয়। যে কোনো বয়সের শিক্ষার্থী সুবিধামত এবং প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়াশুনা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। একাধিক মাধ্যমকে অবলম্বন করে বাউবি শিক্ষাদান করে আসছে। মাধ্যমগুলো হচ্ছে-মুদ্রিত পাঠসামগ্রী, মুদ্রিত পাঠসামগ্রীর সম্পূরক হিসেবে টিউটোরিয়াল ক্লাস, জাতীয় প্রচার মাধ্যমে সম্প্রচারিত টেলিভিশন এবং রেডিও পাঠ, ই-লার্ণিং, ই-বুক, মেমোরি কার্ড, ইউটিউব ইত্যাদি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী মূলতঃ নিজেই শিক্ষা গ্রহণের কাজটি করতে পারেন।

জনগণকে যার যার ক্ষেত্র অনুসারে দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে বাউবির মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মুদ্রিত পাঠসামগ্রী ও তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয়ে শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বাউবি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত একাডেমিক প্রোগ্রামসমূহ ঃ **স্কুল অব এডুকেশন: ফরমাল প্রোগ্রাম** : মাস্টার অব এডুকেশন (এমএড), ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড), সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিএড), **ননফরমাল প্রোগ্রাম** : প্রসূতি ও শিশুস্বাস্থ্য, পরিবেশ; **সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল: ফরমাল প্রোগ্রাম** : ৪ বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব আর্টস, ব্যাচেলর অব সোশাল সায়েন্স এবং ব্যাচেলর অব ল (এলএলবি), ৩ বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ), ব্যাচেলর অব সোশাল সায়েন্স (বিএসএস), ব্যাচেলর ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং (বেল্ট), সার্টিফিকেট ইন এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি (কাল্প), সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি (সেল্প); **ননফরমাল প্রোগ্রাম** : সেচ ব্যবস্থাপনা, কর্মজীবী নারী, ধর্ম ও নীতিবিদ্যা; **ওপেন স্কুল : ফরমাল প্রোগ্রাম** : ব্যাচেলর অব বিজনেস স্টাডিজ (বিবিএস), হায়ার সেকেন্ডারী সার্টিফিকেট (এইচএসসি), এইচএসসি (নিশ-১), সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি); **ননফরমাল প্রোগ্রাম** : ভৌত বিজ্ঞান, গণিত; **স্কুল অব বিজনেস: ফরমাল প্রোগ্রাম** : মাস্টার অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ), কমনওয়েল্থ এক্সিকিউটিভ মাস্টার অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সিমবা), কমনওয়েল্থ এক্সিকিউটিভ মাস্টার অব পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সিমপা), ব্যাচেলর অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিএম), সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট (সিআইএম); **ননফরমাল প্রোগ্রাম** : ব্যাংক ঋণ, খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, বিপণন ব্যবস্থাপনা; **স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট: ফরমাল প্রোগ্রাম** : ব্যাচেলর অব এগ্রিকালচারাল এডুকেশন (বিএজিএড), সার্টিফিকেট ইন লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রি (সিএলপি), সার্টিফিকেট ইন পিসি কাল্চার এন্ড ফিস প্রসেসিং (সিপিএফপি), ডিপ্লোমা ইন ইয়্যুথ ইন ডিভেলপমেন্ট ওয়ার্ক (ডিওয়াইডিডব্লিউ); **ননফরমাল প্রোগ্রাম** : সেচ ব্যবস্থাপনা, কর্মজীবী নারী, মৎস্য চাষ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, বনায়ন, উদ্যানতত্ত্ব, খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, হাঁস-মুরগি পালন, পশু সম্পদ/গবাদি পশু পালন; **স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি : ফরমাল প্রোগ্রাম**: ৪ বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব কম্পিউটার সায়েন্স (বিসিএস), ব্যাচেলর অব সায়েন্স-ইন-নার্সিং (বিএসএন), ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড এপ্লিকেশন (ডিসিএসএ); **ননফরমাল প্রোগ্রাম** : খাদ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা, প্রসূতি ও শিশুস্বাস্থ্য, পরিবেশ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন

ই-লার্নিং সেন্টার স্থাপন (২০১৪); মিডিয়া সেন্টার ও স্টুডিও ডিজিটাইজেশন; মাইক্রো-এসডি কার্ডে ভিডিও লেকচার সরবরাহ; ওয়েবসাইট ও মোবাইলের মাধ্যমে পরীক্ষার ফল প্রকাশ, এসএমএস, YouTube-এ ভিডিও লেকচার আপলোড; ই-বুক তৈরি ও বাউবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ; BOU Information Management System পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) প্রোগ্রামে সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় ই-লার্ণিং প্রোগ্রাম চালুকরণ; বাউবি'র ওয়েবসাইটে সকল একাডেমিক প্রোগ্রামের ই-বুক আপলোডকরণ, Interactive Virtual Class Room (IVCR) চালুকরণ।

গাজীপুরে নয়নাভিরাম মূল ক্যাম্পাস

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ বৈশাখ ১৪২২
২২ এপ্রিল ২০১৫

বাণী

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সমাবর্তন উপলক্ষে আমি সমাবর্তন গ্র্যাজুয়েট, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্য ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা নির্ভর ব্যতিক্রমধর্মী এ বিশ্ববিদ্যালয়টি আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সকল সুবিধা কাজে লাগিয়ে শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া বা পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণী-পেশার মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে। এসএসসি থেকে শুরু করে পিএইচ.ডি পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার এ সুযোগ দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে, তখনই দেশের শিক্ষাখাতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। আমরা প্রথমবারের মত গণশিক্ষা থেকে শুরু করে প্রাথমিক, মাদ্রাসা, উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল পর্যায়কে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ২০১০ সালে একটি সমন্বিত শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছি। নতুন নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭টিতে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০টিতে উন্নীত হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করার জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তা জনগণের। আমি আশা করি, সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে তাদের অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত হবেন। স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অবদান রাখবেন।

আমি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী)

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাণী

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিক্ষা সমাপনীর পর আনুষ্ঠানিক সনদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজের যোগ